নিমগ্ন বোধ ও সৃজনের জয়োল্লাস ‘তপোবনে তোপধবনি’(বিশেষ নিবন্ধন)

শেখ ফিরোজ আহমদ

আশির দশক। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে উত্তপ্ত গোটা বাংলাদেশ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মিছিলে মিছিলে মুখরিত। চতুর্দিকে বিদ্ধ প্রতিবেশ। সুন্দর আগামীর স্বপ্ন ভূলুণ্ঠিত। সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা আবহমান বাংলাদেশ যেন একটি তপোবন। পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল তপোবন জুড়ে গর্জে ওঠে আনন্দ ও ভালোবাসার তোপধবনি। আশির দশকের এরকম উন্মাতাল পরিবেশে প্রগতিশীল রাজনীতির দর্শনে অভিষিক্ত শামীমুল হক শামীমের প্রথম কাব্যগ্রন্থ তপোবনে তোপধবনি। বেড়ে উঠবার পালায়, গড়ন-পিটনের কালে, দুর্নিবার তাণ্যের সৃজন তৃষ্ণার স্পষ্ট স্বপ্নোচ্ছ্বাস পায়িত হয়েছে এতে। দ্রোহ ও সত্য সুন্দরের আরাধনা, জন্মভূমি, মানুষ ও প্রগতির জয়োল্লাসের তীক্ষ্ম দ্যুতিময় মনোজাগতিক তপমন্ত্র ও শব্দশিল্পের সপ্রাণবিগ্রহ ‘তপোবনে তোপধবনি’। নামকরণে ঝংকৃত অনুপ্রাস, ব্যঞ্জনা ঋদ্ধ অনন্যতায় চমকে দেয়। নিচের পংক্তি ক’টি মুখবন্ধ কিংবা উৎসর্গ বিশেষত্ব নিয়ে ছাপা হয়েছে। যেমন

ভেঙে ভেঙে সভ্যতা গড়েছে মানুষ,
সুদীর্ঘ তপস্যা শেষে
সশব্দে গর্জে ওঠে বাংলাদেশ
মানুষের কাছেই নতজানু হবে অসভ্য অসুন্দর--

পংক্তি চারটিতে আকৃষ্ট না হয়ে উপায় নেই। এ থেকেই পাওয়া যায় সমাজ প্রগতিপ্রীত ও ব্রতচারী স্বপ্নের কবি শামীমুল হক শামীমের কমিটেড ভাবনা, কালচেতনা, ঐতিহ্য বিবেচনা এবং কলুষ বিতাড়ক- বিজয়ী মানুষের প্রতি তীব্র প্রতীতি ও পক্ষপাত।

অন্যদিকে গ্রন্থের ৩৮তম বা সমাপ্তি কবিতা ‘দাবানল হৃদয়’ এর শেষের পংক্তি ক’টি---

আগামীকাল সূর্যের মুখোমুখি দাঁড়াবো আমরা ভয় ভেঙে বিদ্ধে স্রোতে বেয়ে
যাবো সময়ের নৌকো পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল তপোবন জুড়ে গর্জে ওঠে আনন্দ
ও ভালবাসা তোপধবনি স্বেদেরক্তে উদ্ধত মুঠিতে অ্যানিমিক মানুষ উর্দ্ধাকাশে
ছুঁড়ে দেয় সুন্দর আগামী আর তখনই একজন গর্বিত শিল্পী আঁকে তার শ্রেষ্ঠতম
শিল্প।

উপযুক্ত পৃথক পংক্তিগুচ্ছে এটাই প্রতীয়মান যে, মুখবন্ধ বা উৎসর্গ ও সমাপনী কবিতাদ্বয় একই থীমের সম্প্রসারমাণ একেকটা গিঁট, যা কবির মনোযোগের, তাণ্যের রোদজ্বলা নীলাকাশ, দ্রোহ সচেতন তিলোত্তমা স্বদেশ ও ফ্রয়েডীয় ভাবনার জারকরসের অবিরাম রসায়ন অর্থাৎ দ্রোহ চেতনায় ও একান্তজ হৃদয়ের নিপুণ বুননই এর মর্মভাষ্য। ‘তপোবনে তোপধবনি’র ৩৮টি কবিতার মধ্যেছোট্টটি ৪ পংক্তির (যুগল/ পৃ ৪) এবং বড় দু’টি ৪৫ পংক্তির (পৃ ১২ এবং পৃ ৩৮)। ক্যালিগ্রাফি ১টি (পৃ ১৭)। ছন্দস্পন্দ- অক্ষরবৃত্ত ও গদ্যভঙ্গির, দু’একটিতে মাত্রাবৃত্তের ঈষৎ প্রবণতা। বাকিটুকু পাঠকের অনুসন্ধিৎসার, আস্বাদনের, ভাললাগা না লাগার বিবেচনা উদ্যোগের ওপর।

‘তপোবনে তোপধবনি’র নামের মধ্যেই রয়েছে অনুপ্রাস, মনশ্চক্ষে দিব্যি ভেসে ওঠা এক নিঝুম স্পন্দনের নান্দনিক পকল্প।

শব্দবন্ধ দু'টি- তপোবন এবং তোপধবনি, বৈপরীত্যের প্রতীক। কিন্তু এখানে তা আপাত প্যারাডক্সিক্যাল মুড হয়েও এক সুষম মগ্নবোধের সন্ধানদাতা।
তপোবন, মার্গলাভের জন্যে ধ্যান সাধনার নির্জন আত্মসমাহিত ঋষি আশ্রম। অন্যদিকে 'তোপধবনি' সমরাঙ্গনের ব্যাপক বিধবংসীক্ষমতা সম্পন্ন অস্ত্র, যা বিজয়োল্লাস বা অন্তিম স্যালুটের স্মারক পেই ব্যবহৃত হয়। এই আপাত বিরোধ ব্যঞ্জন ারই এক অনুপমসুসামঞ্জস্য ভাবনার প্রতীকি নির্মাণ 'তপোবনে তোপধবনি'। কবির অন্তর্গত মর্মের যা কিছু উদ্‌গম, প্রতিধবনি, সবই তাই পরে প্রতীকায়নে পরিণত হয়- নৈর্ব্যক্তিক ও মানুষের ভিন্ন ভিন্ন ভাবনার একান্তজ অনুমোদক স ামষ্টিক কণ্ঠপে।
গ্রন্থ প্রবেশে দেখা যায়--
অসংখ্য পরমাণু বৃত্তের ভেতর ঘুরছে প্রতিনিয়ত
রঞ্জন রশ্মি; আলো ছড়িয়ে পড়ে বিন্দু বিন্দু টসটসে ঘামে
হাতের তালুতে আটকানো যায় উত্তপ্ত সূর্য অবিরত
(বিন্দুবৃত্ত / পৃ

শুতেই এটা একটা স্টেটমেন্ট, ভাবালুতা বর্জিত অথচ কর্কশও নয়। বরঞ্চ বিজ্ঞানমনস্ক এক চরম সত্য ও তথ্যের মায়াবী মিলন-- একটা অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক ঘোরের মধ্যে পাঠককে আটকে রাখে, ঠিক যেন চুম্বকটানা একখন্ডসম্মোহন। অনুভবের এই ম্যাগনেটিক আবেশ কোন ফ্যালাসি বা ভ্রান্তিবিলাসকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠেনি, গড়েছে বিজ্ঞান ও বস্তুজগতের প্রমাণিত নির্ণয় ও রসিক রোমান্টিকতায়।
নব্য 'সর্বপ্রাণ' থিয়োরির একটি অপপ গড়ন 'বিন্দুবৃত্ত'। নভোমণ্ডল, বিজ্ঞানের বক্তব্য, ইন্দ্রিয়জ আবেদন এবং অপূর্ব কল্পশক্তির উৎকৃষ্ট প্রদর্শনী এই কবিতাটি ভোক্তা পাঠকের জন্য বিরল - স্বাদ অভিজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি নিজে নিজে পথ বানিয়ে সেই পথ দিয়ে আপন সৃষ্টির স্থাপিত প্রবাহে আজও কান্তিমান; তিনি, বাংলা কবিতার আরাধ্য প্রার্থিত পুষ, নিজস্ব সৃষ্টিধারা অব্যাহতরেখেও আধুনিক বাংলা কবিতার নব প্রবর্তনার পুরোধা। এই বিরলতম সৃজনীব্যক্তিত্বই গদ্য ছন্দের প্রবর্তনা দেখিয়েছেন 'তিরিশ' যুগের কবিদের। সৃষ্টি-দৃষ্টি ও নির্মাণে বাংলা কবিতাকে পাল্টে দেয়া এই কবির চেতন ায়, কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার ছিল এবং সে সবের সাবলীল প্রয়োগে তার কবিতা ঋদ্ধ হয়েছে নতুনতর মাত্রায়, নিচের পংক্তিনিচয় সেই নির্দেশনারই প্রমাণ--
ক. ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়
খ. ধ্যানবলে তোমার মাঝারে
গেছি আমি, জেনেছি, সূর্যের বক্ষে জ্বলে বহ্নিপে--
গ. অণুতম অণুকণা আকাশে নিত্যকাল
বর্ষিয়া বিদ্যুৎ বিন্দু রচিছে পের ইন্দ্রজাল;
ঘ. নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু।
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্রভানু।
ঙ. --যেখানে বিদ্যুৎ-সূক্ষ্মছায়া
করিছে পের খেলা, পরিতেছে ক্ষণিকের কায়া,
আবার ত্যাজিয়া দেহ ধরিতেছে মানসী আকুতি
খ এবং ঙ-র নির্বাচিত পংক্তিগুচ্ছের কাছাকাছি অনুপ চেতনাই শামীমের বিন্দুবৃত্ত-র মর্মবস্তু। আবার দেখুন 'নৃত্যের বশে সুন্দর হ'ল বিদ্রোহী পরমাণু' এক অপূর্ব পকল্প (অনন্য সমাসোক্তিও বটে)। শামীম বলেছে বৃত্তাবদ্ধ পরমাণুর ঘূর্ণনের কথা, বলছে রঞ্জন রশ্মির কথা, টসটসে ঘামে আলোর বিস্তৃতির কথা আর বাস্তবে অসম্ভব কিন্তু প্রতীকী অর্থে ব্যবহারযোগ্য হ াতের তালুতে সূর্য বন্দি করার কথা। যে 'সর্বপ্রাণ' সব কিছুর পরিব্যাপ্ত ব্যঞ্জনা ছড়ায়- 'বিন্দুবৃত্ত' সে সবও আহরণ করেছে। টসটসে রসালো ফলের বর্ণনায় শ্রুতি অভ্যস্ত পাঠক মাত্রই কিছুটা থমকাবেন। আবার দেখুন, আলোর ভেদযে

াগ্য বিস্তৃতির উপভোগ্য বিবৃতি- 'রঞ্জন রশ্মি; আলো ছড়িয়ে পড়ে বিন্দু বিন্দু টসটসে ঘামে'। লক্ষণীয় 'টসটসে ঘামে' খণ্ড াংশে বাক্যবন্ধের কী দাণ প্রাণবন্ত উপস্থাপনা এটি।

নিটোল পানিতে সূক্ষ্ম আঘাত পড়লে ছড়ায় আভা ঘূর্ণনে
ত্রমশ বিন্দু থেকেই বৃত্ত হতে হতে সেই বৃত্তাকার ঢেউ
গড়িয়ে গড়িয়ে এক সময় হাওয়া হয়ে উড়ে যায় শূন্যে
(বিন্দুবৃত্ত/ পৃ ৯)

এও চলমান বিবৃতি ভাষ্যেরই অংশ. এখানেও ওই বিজ্ঞান চেতনারই সম্প্রসারণ ঘটেছে 'তুলনা' হয়ে। কবিতাটির মূল থীমকেন্দ্রিক এই পকল্পের নান্দনিক সৌন্দর্যে পানির বাষ্পীকরণ বিষয়ে বিজ্ঞানের অনুসিদ্ধান্ত সমর্থিত।

মগজের কোষে মিলিয়ে যায় জটিল জিনিস বৃত্তের ছন্দে
বৃত্ত হয়ে যায় আবারও বিন্দু তুমি আমি পড়ে রই দ্বন্দ্বে
(বিন্দুবৃত্ত/ পৃ ৯)

বর্ণিত পংক্তিদ্বয় পূর্বাপর চেতনারই সমাপনী ভাষ্য; ইলেকট্রন- প্রোটন যেমন অবিন্ধর এবং পান্তরযোগ্য সত্ত্বেও আপন অ াপন সত্তার কার্যকারিতার যথার্থ প্রতিনিধি। এখানে উত্ত সেই তুমি আমি আর কিছুই নয়, অবশ্যই মর্ত্যবাসের জন্য স্বর্গ থেকে পাঠানো আদম-হাওয়ারই ডামাডোল।

চিত্তাকর্ষক কিছু পংক্তি

'তপোবনে তোপধবনির' ব্যবচ্ছেদে বেরিয়ে আসবে বহুতর সূক্ষ্ম বিবেচনা। কবির বোধের ডালপালার শেকড় কতদূর মা টিতে প্রোথিত,উপলব্ধির চিনচিনে রক্তপাত কোন প্রকাশ পদ্ধতি আশ্রিত, আর ছন্দস্পন্দ-প্রাণোচচারণ এও অনুধাবনযোগ্য। তবে দেখা যাক কবির মনোলোক বিরচিত 'তপোবনে তোপধবনি' কাব্যগ্রন্থে উদ্ধারকরা কিছু উজ্জ্বল পংক্তি--

১. পৃথিবীর তাবৎ মানুষ পান্তরিত হবে সভ্য মানুষে
(সভ্যতার নোতুন আবাসভূমি/পৃ ১০)

২. লোভাতুর চোখ স্পর্শ করে তোমার মিহিন কাকাজ
(ফ্রিজ হয়ে যাই বোবা হয়ে যাই/পৃ ১১)

৩. এবং বৃষ্টি এসে জাগিয়ে দেয় আমাকে আমি শিহরিত হই রিমঝিম প্রবল বৃষ্টির মতোন রিমঝিম টানাপোড়েন তি রতির কাঁপন উঠে বৃষ্টি আসে
(নান্দনিক আত্মজ/পৃ ১২)

৪. শিহরণ তোলে ছন্দের তালে বৃষ্টির মুদ্রায় আসে কিশোরী ফালিফালি করে ক্ষরিত হৃদপিণ্ড.... (নান্দনিক আত্মজ/পৃ ১২)

৫. একজন বেখেয়ালি যুবক হেঁটে যায় দূরে কোন অসীম সীমানায় অচল মৃদ্রার মতো পড়ে থাকে তেজী যুবক (সন্ধানী চে াখ/পৃ ১৪)

৬. ছিঁড়ে খুঁড়ে খায় অসভ্য কাকাজ প্রবল তৃষ্ণায়
(অচল মুদ্রা/পৃ ১৫)

৭. খোঁচা দিয়ে যায় পলাতক ঘুম
(হেরোইন সময়/পৃ ১৬)

৮. কুরে কুরে খায় বুকের কর্ষিত বাগান
(হেরোইন সময়/পৃ ১৬)

৯. বেদনার দীর্ঘরাত কঁকিয়ে ওঠে বিষণ্ন বাতাস
(হেরোইন সময়/পৃ ১৬)

১০. পাখিদের তবু খড়কুটো নিবাস মাকড়শা বোনে জাল সুনিপুণ
(ভুলশুদ্ধ কিংবা পাপপুণ্য বিষয়ক জটিলতা/পৃ ১৭)

১১. মানুষ বোঝে না মানুষের দুঃখ, এ কেমন সভ্যতা?
(বুলডোজারে পিষ্টফুল/পৃ ১৮)
১২. পলিথিন ছাদ ঘরে না-কী জমা আছে অসংখ্য পাপ!
(বুলডোজারে পিষ্টফুল/ পৃ ১৮)
১৩. অন্ধকারে শুয়ে আছে নিদ্রাহীন মাকড়সা
(প্রচ্ছায়া/পৃ ২০)
১৪. স্পষ্ট হয় বিনীত জন্মের শস্যফুল
(একজন সাহসী যুবকের কাছে প্রার্থনা/পৃ ২১)
১৫. দিগন্তের প্রচ্ছদ মাড়িয়ে এসো কমরেড
(একজন সাহসী যুবকের কাছে প্রার্থনা.পৃ ২১)
১৬. এই ধূলোমাটির সংসারে ছিন্নভিন্ন বসন্তের পংক্তি সাজাই
(একজন সাহসী যুবকের কাছে প্রর্থনা/পৃ ২১)
১৭. বোশেখী বেহায়াপনায় কৃষ্ণচূড়ার বুকে দমকা বাতাস ওঠে
(একজন সাহসী যুবকের কাছে প্রার্থনা/পৃ ২১)
১৮. ঘামের তৈজস দিয়ে লেখা একটি বিশুদ্ধ কবিতা
(একজন সাহসী যুবকের কাছে প্রার্থনা/পৃ ২১)
১৯. বাতাসে শুধু প্রতিধবনি তোলে বেয়াদব শব্দের সিম্ফনি
(শব্দের সিম্ফনি বাজে/পৃ ২৩)
২০. হোমিও ফোঁটায় চুঁয়ে পড়ে নান্দনিক সভ্যতা
(আকুপাংচার/পৃ ২৪)
২১. এ কেমন নিথর পাথর তুমি বোঝ না পাথরের কথা
(আকুপাংচার/পৃ ২৪)
২২. রাতের আকাশ চোখে নেমে আসে তপ্ত লু-হাওয়া
(আকুপাংচার/পৃ ২৪)
২৩. পাখিদের মিহিসুরে এই যে নেমে আসে ভোর
(ভোর/পৃ ২৫)
২৪. নভোনীলিমায় মুক্তডানা মেলে উড়ে যাবে অসংখ্য বাবুই
(আকুপাংচার/পৃ ২৪)
২৫. আমাদের দুঃখগুলো বুকের কষ্টরেল হুইসেল বাজিয়ে চলে যায়
(সুখ দুঃখের কড়চা/পৃ ২৮)
২৬. রৌদ্র রশ্মি তোলে ঝলকানি সবুজ ঘাসপাতার শরীরে
(খণ্ডচিত্র/পৃ ২৯)
২৭. পোড়াতে পোড়াতে কতোটুকু জ্বালাবে তুমি আমি তো পুড়ে পুড়ে বিষনীল ছাই
(অনির্বাণ দাহ/পৃ ৩০)
২৮. এক বিন্দুতে মিলিত হয় আবার মুক্তনিশান
(সময় এবং সতেরো বয়েসের কালক্ষেপণ/পৃ ৪০)
২৯. হিসেবী সময় আমার হামেশাই হারিয়ে যায় নিঃসীম পোলী বালুচরে
(সময় এবং সতেরো বয়েসের কালক্ষেপণ/পৃ ৪০)
৩০. পরাজয়ের কাফনে সমস্ত শরীর ঢেকে আছে তার

(এবং একদিন/পৃ ৪১)
৩১. হোলিখেলায় মেতে উঠবে প্রতিটি রক্ত কণিকা।
এভাবেই ধীরে ধীরে মেঘমুক্ত হবে আকাশ।
(এবং একদিন/পৃ ৪১)
৩২. দ্রাবিড় নারী গেয়ে উঠবে ভালোবাসার গান,
কালের যুবক চালিয়ে যাবে বেগবান অ্ঞ

(এবং একদিন/পৃ ৪১)

৩৩. ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই
(ঈশ্বর, মানুষ ও কবি.পৃ ৪৭)
১. একজন তণ কবির যাচিত স্বপ্ন বিষয়ক মন্তব্য। একুশ শতকের দোরগোড়ায় যখন আজও দেখা মেলে নরমাংস খেকো ম ানুষের, কেউ কেউ যাদের বর্বর বলে। আবার অন্যদিকে সাদা-কালোর বর্ণবাদী নিষ্ঠুর মনোজগত বিদ্যমান যাদের তারাও মানুষ, যেমন মানুষ সবল ও দুর্বল এবং ধনী ও নির্ধন, আবার গরীব দেশের মানুষ যারা তারাও শোষিত ছল-বল প্রকৌশলের বুদ্ধিবৃত্তিক মারপ্যাচে- মানুষের মধ্যে আবার কেউ কেউ কল্যাণদ্রষ্টা হয়েও তার বাস্তবায়নে অক্ষম। এমনতর অনেক বিভাজন, অনেক জটিলতা, মাহাত্ম্য এখনও বিদ্যমান। তাই কবির অন্বিষ্ট মনোভঙ্গি মানবিক মূল্যবোধের কৃষ্টি চর্চিত সার্বভৌম মানুষের, যাদের মর্যাদা প্রাপ্তি হবে সভ্য মানুষপে।
২. এ হলো চিরায়ত তণের নারী দেহের প্রতি রিপু আকর্ষক ধরনের মুগ্ধতা বোধ, যাকে কবি নিজেই অভিহিত করেছেন লে াভবলে। তাণ্যের ইন্দ্রিয়জ উচ্ছ্বাসে বাহ্যিকভাবে অনুমান সম্ভাব্য নারী দেহের বিভিন্ন চড়াই প্রতি চোরা চোখে অবলে াকনকে অবশ্যই ফ্রয়েডী ভাবনায় মেলানো যায়।
৩. ব্যতিত্রমী পকল্প। বৃষ্টি যেমন ঝরে, তখন তারই অনুপ কবি চেতনায়ও নির্ঝরের শিহরণ- যার ধরন রিমঝিম। তাললয় সুদ্ধ অনুপ্রাসের, চেতনা সৃজিত অপূর্ব উপস্থাপনা। কার্য-কারণ সম্পর্ক সূত্রে তৈরি তুলনা এবং একটি জটিল প্রতি উপমা-উৎপ্রেক্ষার অস্পষ্ট চিতায়ণ।
৪. এক্সপ্রেশনিস্ট ভঙ্গি। বীভৎস রসের পকল্প- প্রতিতুলনা। বৃষ্টি পতনের লম্বমান রৈখিক বৈশিষ্টের সাথে মিল রেখে কিশে ারীর ফালি ফালি হয়ে আগমন ভঙ্গির সাদৃশ্য বাস্তবায়ন।
৫. উদাসীন উপস্থিতির বিচরণ বর্ণনা। আপাত গন্তব্য, বহুদূরের অন্তহীনতায়-- রোমান্টিক ভাবালুতা পংক্তিটির বিশেষত্ব।
৬. দুর্বিনীত যৌবনের মনোজাগতিক বিলোড়ন, প্রচল সভ্যতার সৃষ্ট বিভিন্ন নিয়ামক মানদণ্ডকে যৌবনের পছন্দ নয়, তাই বয়স প্রবণতার চালিত সেই ফুঁসে ওঠা প্রতিবাদী চেতনার মূর্তকরণ।
৭. মানুষের সাথে ঘুমকে উহ্যভাবে দেখা হয়েছে, অর্থাৎ সমাসোক্তি। চট করে স্মরণযোগ্য, মনে থাকবার মতোন। আঁ ধিগ্রস্থ সময়ের বিকলন প্রতিনিধিত্বর নিশ্চিত। নেতিবাচক যুগযন্ত্রণার প্রকাশ মাত্র।
৮. নান্দনিক স্বপ্ন- কল্পনাগুলো চলমান ধীরগতির হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে প্রতিমুহূর্তে আত্রান্ত হচ্ছে তারই হতাশ বর্ণনা।
৯. সমাসোক্তি। এখানে বাতাসের বিষণ্ণ চলাচলকে রাতের লম্বা দৈর্ঘ্যের চলমান গতির যন্ত্রণার প্রকাশক পে দেখানো হয়েছে।
১০. আশ্রয় ও স্বপ্নের বুনেন বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রজাতির প্রেক্ষিত নির্ণীত হয়েছে গিওম এ্যাপোলোনিয়ার প্রবর্তিত শব্দচিত্র শৈলীতে। পংক্তির বিন্যাস উপর নিচভাবে হলেও আনুভূমিক পাশাপাশিতে দেখলে উপলব্ধ হয় বার্তা ও দৃশ্যের যৌথ স্বাদ যার তাৎক্ষণিক প্রতিত্রিয়ার এসে যায় আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে নিহত অজস্র শহীদানের অন্তর্গত কিছু অজ্ঞাতনামা শহীদ স্মরণে নির্মিত সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধের অনুপ আকৃতি।
১১. সমষ্টির কল্যাণে দেখা স্বপ্নচারিতার ভাঙন উপলব্ধির আক্ষেপ প্রকাশ। মানুষ মানবিক থাকছে না, পারস্পরিক স ম্পর্কজনিত মূল্যবোধের অনুপস্থিতি যান্ত্রিক সময়ের বিপন্ন ফসল। তাই পংক্তিটির ধরন প্রাবিদ্ধের। এই একই ধরনের অভিক্ষেপ পাওয়া যায় কবিহেলাল হাফিজের ছোট্ট কবিতা 'নিউট্রন বোমা বোঝ, মানুষ বোঝ না'য়।
১২. বস্তির খুপরি, খুপরি ঘরগুলোর ছাদ প্রায়ই পলিথিন আবৃত থাকে। তাদের বাসিন্দাদের মানবেতর জীবনযাপনের ন

ামমাত্র নিবাসস্থলটি যখন অট্টালিকা ব্যবসায়ীদের ইশারায় কোন বুলডোজারে গুঁড়িয়ে যায়, অন্যের জমিতে অবৈধ বসব াসের দোষে দোষী সাব্যস্ত হয়। এ পাপকৃতি কী-না উপহাস তিক্ততায় এখানে তারই প্রায়ন।

১৩. পকল্প। এক্সপ্রেশনিস্ট নৈরাজ্যেরই মনোজাগিতক ঠাঁই। পরাবাস্তবতায় আগাগোড়া নিপতিত ভয়ংকর নৈরাশ্য ও হাহ াকারে পূর্ণ।

১৪. পঙ্কিল সামাজিকতায় অকালে অবাঞ্ছিত শিশু জন্মের উল্লেখ মাত্র।

১৫. আলোকিত উদ্ধারের দূরাগত প্রতিনিধির প্রতি আহুত রোমান্টিক তাণ্যের মানানসই সম্বোধন, প্রিয়দর্শন পকল্প।

১৬. ইমেজ তো বটেই। আবারও নিষ্পেষিত কর্কশ-বাস্তবতা থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্যে নব-সৃজন প্রবর্তনার আকুতি।

১৭. আকর্ষণীয় পংক্তি। দুরন্ত তাণ্যের পারস্পরিক খুনসুটির বহিঃপ্রকাশ।

১৮. 'তৈজস' গৃহস্থ ব্যবহার্য প্রাত্যহিক জীবনের বাসন-কোসন বোঝায়। এখানে 'ঘামের তৈজস' মানে শ্রমে-ঘামে শিল্প নির্ম াণের উৎসর্গিত আহ্বান।

১৯. প্যারাডক্স ধরনের আশংকার তীক্ষ্ম সনাক্তকরণ। 'সিম্ফনি' পরিচ্ছন্ন ও সুমিষ্ট সুর, তা আবার 'বেয়াদব' চরিত্রের বিশেষত্ব ধারণ করা। কাঙ্খিত অনাকাঙ্খিত ও অনুপযুক্ত ব্যক্তি বিশেষের হস্তক্ষেপে সৃষ্ট তিক্ততায় সমস্ত সুর-মাধুর্য হারিয়ে জড়ো হওয়া বেসুরো বেমানান। 'বেয়াদব বিশেষণে পাঠক মাত্রেরই বিস্ময়ে হোঁচট খেয়ে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা।

২০. একটু একটু করে নান্দনিক সভ্যতার বয়স বাড়বার ইঙ্গিত।

২১. সমমর্যাদার কাঙ্ক্ষিত সঙ্গীর নির্লিপ্তির অভিযোগ।

২২. পকল্পটিতে ব্যক্তি স্বভাব আরোপিত। চিরাচরিত রাতকে বর্ণনা করা হয়েছে চোখের সাথে, যেখানে গরম বাতাসের নির্যাতন নেমে আসে।

২৩. ইম্প্রেশনিস্ট মুড। যেন ভোর কোন মাননীয় ব্যক্তি, যার আগমনে অপেক্ষমাণ অন্যজন খুশিতে সম্প্রচার করে দেয়।

২৪. প্রতীকি অর্থে পংক্তিটির নির্মাণ- কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনসত্তার বিশালতার অবাধ মুক্ত বিচরণের পকল্প।

২৫. রোমান্টিক তুলনা- কষ্ট প্রতীকের রেলে ধাবমান দুঃখের চলাচল এবং যাবার কালে তার সশব্দ ধবনি গরিমার প্রক াশ।

২৬. প্রতিবাদী চির তাণ্যের প্রতীকী প্রশংসা।

২৭. প্রজ্জ্বলিত প্রেমিক হৃদয়ের অনুভব-আকুতি। কবিতাটি সুসংহত নয়, আরও মনযোগ নির্মাণটিকে নিয়ে যেতে পারতো আরও উন্নত গন্তব্যে।

২৮. বিচ্ছিন্নতা অবসানের পর পুনরায় ঐক্য পর্বের চিহায়ন।

২৯. স্থানের প্রভাবে বিশেষত্ব হারানো সময়ের মহকালের গহ্বরে অনির্ণীত অবস্থায় পৌঁছানো- মুখোমুখি বাস্তবতায় একটা হালছাড়া পরিস্থিতি।

৩০. পকল্প। রাজনীতি চেতনার সাথে ভাবালু রোমান্টিকতা।

৩১. ত্যাগের উল্লাসে কাঙ্ক্ষিত পান্তর প্রাপ্তির নৈর্ব্যক্তিক স্টেটমেন্ট।

৩২. জাতিসত্তার উৎসে প্রেম ও পৌষের কার্য-কারণ বিনিময়।

৩৩. স্রষ্টাতে সৃষ্টি নিহিত, আবার সৃষ্টিতেস্রষ্টা বিদ্যমান অর্থাৎ প্রেরণার একটি একক পরিমাপ।

হয়তো কোন একদিন
ঈশ্বরকে তাক লাগিয়ে ঘোষণা করা হবে
আমাদের মৃত্যুর ওপর থাকবে না কারো হস্তক্ষেপ;
যেভাবে এক প্রাণীর চোখ
অন্যপ্রাণীতে
একজনের বুদ্ধি অন্যজনের মস্তিষ্কে--
এভাবেই আত্মার বিনিময় করে কোন একদিন
বন্ধ্যাকরণ করা হবে মৃত্যুর।

(সভ্যতার নোতুন আবাসনভূমি/পৃ ১০)
নাস্তিক্যবাদী দর্শন। অতি মানবীয় অভিলাষ ও মেটাফিজিক্যাল এ্যাপ্রোচ এখানে নির্ণীত। বিজ্ঞানের প্রমাণিত মানব সেবার ওপর ভিত্তি করে চির আয়ুষ্মান থাকার একটি হাইপোথেটিক্যাল সিদ্ধান্ত উদ্ভাসিত। যেমন প্রাণীর চক্ষু সংযোজন, বুদ্ধ্যাংক প্রভাবিত মেধার উন্নয়ন, ক্লোনিং এর ভিত্তিতে আত্মপ্রতিস্থাপন প্রকৌশল সূত্র বের করে কোন একদিন মৃত্যু প্রচলন কার্যকারিতা বিলুপ্ত করে চিরদাবিত্ব পাওয়া। বিজ্ঞানভিত্তিক এই ফ্যান্টাসি জীবনের প্রতি চরম আকুতি নির্দেশই করছে শুধু।
ত্রুশবিদ্ধ যন্ত্রণায় ভীষণ টালমাটাল
প্রতিনিয়ত কুরেকুরে খায় না দেখার ব্যাকুলতা
মৌনতায় দীর্ঘশ্বাস গড়ে ইমারত এই বুকে
আমি তখন ফ্রিজ হয়ে যাই বোবা হয়ে যাই।
(ফ্রিজ হয়ে যাই বোবা হয়ে যাই/পৃ ১১)
প্রতীক্ষমান প্রেমিকের যন্ত্রণাকাতর মনোজাগতিক চিত্রায়ণ। ত্রুশবিদ্ধ যিশু প্রতীকের ব্যবহার ক্লিশে হলেও এখানে মানিয়ে গেছে দাণ। পেরেক আটকানো দু'হাত প্রসারিত দু'দিকে যন্ত্রণা, দেখতে চাওয়ার ব্যাকুলতা, অবশেষে দীর্ঘ মৌনতায় নির্বাক জমে যাওয়ার অভিব্যক্তির প্রকাশ শামীমের ক্রমোত্তরিত বোধের পরিপক্কতারই পরিচায়ক।
মায়াবী সুরের ডাকে চলে যাই তেপান্তরের কষ্টমাঠ পেরিয়ে
ধ্রুবতারা শুকতারা পিছু পিছু হাঁটে
হাঁটে পিছু পিছু কাম ক্রোধ ক্ষুধা
(ফ্রিজ হয়ে যাই বোবা হয়ে যাই/পৃ ১১)
দয়িতার আহ্বানে যে কোন পরিব্যাপ্তির শ্রম অগ্রাহ্য করে দিনরাত টানা ছুটে চলার সাথে আর সব মানবিক চাহিদা ফ্রয়েডীয় প্রেরণায় এসেছে। ইন্দ্রিয়জ তাড়নার সাথে ক্রোধ ও না খাওয়ার চলমান মিছিলটি সমাসোক্তি।
সন্ধ্যাপথ পাশপাশি হাঁটে
হাঁটে সায়েন্স বিল্ডিং প্যারিসরোড কালভার্ট
তুমি 'বিচ্ছেদের কাকাজ' দিয়ে গল্প বোনো অবিরত
দংশনে দংশনে ক্ষতবিক্ষত কিছুই বুঝি না, বোঝাতে পারি না
(ফ্রিজ হয়ে যাই বোবা হয়ে যাই/পৃ ১১)
স্পষ্টত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর এখানে উল্লেখিত পরিবেশ এ পারিপার্শ্বিকতার প্রতিনিধি। প্রেমের মর্মে শুভঙ্কর ক খন থাবা মেরে বসে বুঝে ওঠা মুশকিল। ফলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় বিভ্রান্তি যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয় প্রেমিক হৃদয়।
অন্ধতি আলোয় নিস্পলক দৃষ্টিপাত
অনির্বাণ ক্ষুধা পুষে তৃষ্ণার্ত পুষ
বৃষ্টিতে রাখে পা
(নান্দনিক আত্মজ/পৃ ১২)
বিজ্ঞান অনুমোদিত নভোমণ্ডলে, জ্যোতিবির্দদের চিহ্নিত অন্ধতি নক্ষত্রের আলোর দিকে অপলক চেয়ে থাকা ক্ষুৎ-পিপাসাকাতর পুষের সজীব সতেজ জলধারায় পদবিক্ষেপ। এখানে বৃষ্টি স্মৃতির প্রীতি, স্বপ্ন সারথী, জীবনাকুতি, ফ্রয়েডীর ভাবনাজারিত রোমহর্ষক উদ্দীপনায় কখনো মগ্নচৈতন্যের অধিবাস গড়েছে।
গুমোট অন্ধকারে একাকী নামতা পড়ি অন্ধকারের অন্ধকার আমাকে গ্রাস
করে আর আমি লাগামহীন অশ্বের মতো অন্ধকারের পিছু পিছু একাকী
(নান্দনিক আত্মজ/পৃ ১২)
কার্য-কারণ সূত্র। নামতার ছন্দে গাঢ় অন্ধকার। ফলশ্রুতিতে একাকী ঘোড়ার মতোন অন্ধকারের অনুগমন।
এক একটি বিনিদ্র রাত্রিকে প্রহরা দেয় নিটোল চোখ
(সন্ধানী চোখ/ পৃ ১৪)

কবির অনুভবে অনিদ্রার এই বিবরণ হতবাক করা। রাত যেন কয়েদী এবং চোখ যেন প্রহরী, যে রাতকে পাহারা দিচ্ছে, সে যেন পালিয়ে না যায়। পার্সনিফিকেশন ঘটছে দু'ক্ষেত্রেই। একটা অদ্ভুত সৃষ্টি।

তিমির রাত্রিতে অত্যাধুনিক কম্পিউটারের মতো
সব কিছু ধরা পড়ে আমার বিড়ালী চোখে
(সন্ধানী চোখ/পৃ ১৪)

কম্পিউটার প্রোগ্রাম ইনস্টল করা যে কোন নির্দেশনা নিখুঁতভাবে সম্পাদন করতে পারে, দিন বা রাতের আলো কিংবা প্রহরের কোন প্রভাব তাকে বিচলিত করে না। সে কেবল নির্দেশ মেনে চলে। অন্যদিকে 'বিড়াল' আবার রাতে ভাল দেখে। বিপরীত স্বভাবের পরস্পর দু'টি বিশেষত্বের উপমা একটি জটিল উৎপ্রেক্ষায় নির্ণীত।

ককেশাস সাইপ্রাস থেকে উঠে আসে সুতীব্র চিৎকার
হা-ভাতে জলজ সুন্দর মানুষের দল
আকাশে একফালি চাঁদ দেখে নির্বাক
(সন্ধানী চোখ/পৃ ১৪)

ককেশাস পর্বতমালা ও সাইপ্রাস ইউরোপীয় ভূগোলের অংশবিশেষ। বিজ্ঞানভাষ্যে এককোষী অ্যামিবা থেকে মনুষ্য প্রজাতি তাদেরই একটি উপবিভাগ 'অভাবী মানুষ' আকাশে একফালি চাঁদ দর্শনে বাক্যহারা। প্রথম পংক্তিতে ভয়ে রক্তহিম হওয়ার পরিস্থিতি বিবৃত।

কবির দৃষ্টিতে ঝিজনীন চিরন্তন মানুষের একাংশ আজ বিপন্ন, ক্ষুধার্ত। যারা আবার সুন্দর এবং চন্দ্র দর্শনে বাক্যহারা। এই পংক্তি তিনটির অসামান্য ভাব সম্পদ পাঠককে স্তব্ধ করে দিয়ে হঠাৎ ভাবনায় নিঝুম নিমগ্ন করে। প্রথম পংক্তি ফ্রি এসোসিয়েশনের মতন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পংক্তিতে বিন্যস্ত প্রভাবে প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষার জটিল আবহ।

অচল মুদ্রার মতো বার্ধক্যের পলেস্তারা হৃদয় জুড়ে
(অচল মুদ্রা/পৃ ১৫)

পূর্ণোপমা। বার্ধক্যকে অচল মুদ্রার সাথে তুলনা করা হয়েছে। যারা উভয়েই স্বভাবগত বিশেষত্বে পরিত্যক্ত ও নির্জীব।

ক. অ্যানিমিক বালকের এক চিলতে সাম্রাজ্যে
একঝাঁক শকুন নামে, খেলা করে
বালক হয়ে যায় ফুল;
ফুল আর শকুন
শকুন আর ফুল
নেতিয়ে পড়া শুকনো স্তন থেকে হাড্ডিসার শিশু তোলে মুখ।
(বুলডোজারে পিষ্ট ফুল/পৃ ১৮)

খ. চোখের জলে তৈরী যে ভালোবাসা
সেই ভালোবাসায় কোনদিন কালোদাগ পড়তে পারে না,
সহজলভ্য কোন দুর্লভ জিনিসও
অতি সহজেই হারিয়ে যাবার ভয় থাকে
যেমন ভয় থাকে কৈশোরিক প্রেমের স্থায়িত্ব নিয়ে।
(কষ্টের দহন এই বুকে/পৃ ১৯)

গ. তবু তুমি মৌন পাথর
চেতনার দরোজায় লাগানো সারি সারি গ্লোবতালা
(আকুপাংচার/পৃ ২৪)

ঘ. সরীসৃপের মতো এঁকে বেঁকে চলে যায় অন্ধকার
অন্ধকার গহ্বর থেকে জন্ম নেয় আলোর উৎস

ক্রমশ সজা আলোয় নেয়ে ওঠে পৃথিবী
(ভোর/পৃ ২৫)
ঙ. মৃদুময় বাতাসে মনের বিহ্বলতা কুসুমের মতো ছড়িয়ে থাকে
এই তো সবে মাত্র যেন
আজীবনের সমস্ত পাপ পঙ্কিলতা ভেদ করে
কুসুমিত জলে স্নান সেরে উঠে দাঁড়ালেন পোলী রোদে
পৃথিবী এবং পৃথিবীর শান্ত মানুষগুলো।
(ভোর/পৃ ২৫)
চ. আমাদের চূড়ান্ত পথের রাস্তাটা ভুলে যাই
অথচ একটি পিঁপড়া
কী নিপুণভাবে তার সহযোগীকে
তাদের গন্তব্যের কথা জানিয়ে যায় সন্তর্পণে
(ইতিহাসের ঘুণপোকা/পৃ ৪২)
ছ. প্রিয়বস্তু আর স্বাধীনতার ওপর আঘাত এলে
একজন কাপুষ যুবকও বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।
(ইতিহাসের ঘুণপোকা/পৃ ৪২)
জ. শান্ত সমাহিত অরণ্যে হঠাৎ অনধিকার
প্রবেশ করে প্রচণ্ড রোদ্দুর
থমকে দাঁড়ায় অনাহত সহলাপের গুঞ্জন।
(অপাংক্তেয় সংলাপ/পৃ ২২)
ঝ. নৈঃশব্দের সমস্ত আড়ষ্টতা ভেঙে অবশেষে
কড়া হুইসেল বেজে ওঠে জীবনযুদ্ধে
হেরে যাওয়া ক্রুদ্ধ সৈনিকের মতো।
(অপাংক্তেয় সংলাপ/পৃ ২২)
ঞ. রক্তক্ষরিত পাথর ভেঙে যায় তাতানো রোদন
আকাশে জমাট বেঁধে আছে ফিনকি মেঘ
লকলকে জিহ্বা এগিয়ে আসে প্রচণ্ড ক্ষুধায়
দলিত মথিত হয় পুষ্পিত বাগান
চোরাগলি পথে ধাবমান মত্তহাতী
(আকুপাংচার/পৃ ২৪)
ট. হ্যাঁ-হ্যাঁ, এই তো আলো, রাশি রাশি আলো।
অন্ধকার দেয়ালের ফাটল দিয়ে আলোর ছটা বেরিয়ে আসে
আলোর সাথে হোলি খেলায় মেতে উঠবো আমরা।
(আকুপাংচার/পৃ ২৪)
ঠ. তোমার কপোলে পড়েছে রৌদ্রের আভা
আমি তাকাতেই সূর্যটাকে আড়াল করলো মেঘ।
টুপ করে জলে ছুঁড়লাম ঢিল
তোমার আমার প্রতিচ্ছবি বৃত্তাকারে হারিয়ে গেলো।
(খণ্ডচিত্র/পৃ ২৯)

ড. আমি ব্যর্থ হলাম ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তের ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখার মতো।
(শত্তব্যারিকেড এবং একটি গোলাপ/পৃ ৪৩)
ঢ. ভূমিহীন কৃষকের মতো দৃঢ় প্রত্যয়ী হলাম আমি
এবং কঠিন লাঙ্গলের ফলায় জন্ম দিলাম গোলাপ
(শত্তব্যারিকেড এবং একটি গোলাপ/পৃ ৪৩)
ণ. কবির সাথে গড়ো সখ্য
পাবে প্রাণ প্রেম দুঃখ জীবনের ব্যাকরণ
(ঈশ্বর, মানুষ ও কবি/পৃ ৪৭)
উপরোল্লিখিত পংক্তিগুলো 'তপোবনে তোপধবনি'র আবহ মেজাজ তৈরিতে উত্তম ভূমিকা রেখেছে। বইভুক্ত কবিতাগুলো কোন কেন্দ্রীয় থীমের আবর্তনে সম্পন্ন হয়নি, মনোজগতের বহুধা নির্ঝরের কয়েকটির বিবেচিত উপস্থাপনা মাত্র। যেমন
ক. প্রতিবাদের প্রজ্ঞা পরিমিত সংযোজনা। ফুটপাতবাসী মানুষের খুপড়িগুলো যখন রিয়েল-এস্টেট ব্যবসায়ীদের লোভাতুর ন জরে এল, তখন ছলে বলে কৌশলে তা দখলের মরিয়া প্রচেষ্টা যে মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে এখানে তাই পরম মমতায়; সহানুভূতিতে সরল ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে।
বুলডোজার পিষ্ট খুপড়ি ও অন্যান্য অনুষঙ্গে মিশ্র বিবেচনা মিশেছে। ঐন্দ্রজালিক, যাদুবাস্তবতার ঘোর বারবার ইম্প্রশনিস্টদের ভঙ্গিমায় সমন্বিত হয়েছে। সত্তার আন্তঃবিনিময় পকথার পান্তরের মতো বালকের ফুলে পরিণত হওয়া, ফুলের শকুনের পনেয়া-একটা কণ আর্দ্রতার চিত্র। শেষ পংক্তিটি মুক্ত অনুষঙ্গ।
খ. অশ্রুরেখায় নির্মিত ভালবাসায় কখনো কালিমা পড়ে না। প্রেমিক কবির আবেগী অনুভবের একটি বিবৃতিভাষ্য। জ্ঞান বিতরণের ভঙ্গিতে যেন অন্যদের কাছে ব্যক্ত হচ্ছে।
গ. একটি ব্যতিক্রমী যোজনা। একই সাথে পকল্পনা আশ্রিত-বস্তু প্রতিবস্তুভাবের তুলনা।
ঘ. প্রথম পংক্তিটির ক্রিয়াপদ চলে যাওয়া- অন্ধকার অন্তর্হিত হবার উপমা। দ্বিতীয় পংক্তিতে একটি ম্যাসেজ। তৃতীয় পংক্তিটি 'সজা আলোয়' শব্দবন্ধের কারণে স্বাদের ভিন্ন বৈচিত্র্য পাঠকের কাছে মজাদার। পংক্তি তিনটি পারস্পরিক কার্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত।
ঙ. হতবিহ্বল আবহ ভেঙে পৃথিবী এবং মানুষের চিরন্তন উত্থান বিবৃত হয়েছে। সামাজিক চেতনার প্রতি কবির দায়বদ্ধতা একই সূত্রে নির্মিত।
চ. মানুষের অনির্দিষ্ট গন্তব্যের সুনির্দিষ্টকরণ প্রায়শই ঘটে না। পারস্পরিক ঈর্ষা- কাতরতা বা হীনমন্যতার সূত্রে অথচ নিম্নজ প্রাণী পিঁপড়ে গোত্রগত শৃঙ্খলার একটি আদর্শ, যা মানুষ অনুসরণ করলে অনেক সমস্যাই এড়ানো যেত। এটা একটা অর্থে আবার স্যাটায়ারও।
ছ. আপাত পৌষহীন কিন্তু সময়ে জ্বলে উঠবার প্রবণতার বিবৃতি ভাষ্য।
জ. চিত্রল ভাবনা- প্রচণ্ডের প্রবেশে অবাঞ্ছিত কথামালার অবসান পরিবেশে একটা রাগী রাগীভাব সৃষ্টি করেছে।
ঝ. নৈঃশব্দের ভাঙনের পর জীবন যুদ্ধের ডামাডোলকে এখানে পরাজিত অথচ ক্রুদ্ধ সৈনিকের অভিব্যক্তিতে তুলনীয়। শব্দ এবং নৈঃশব্দের মিল অমিলের বিরোধাভাষ শেষ অবধি উদ্দেশ্যের একই অর্থ নির্ণয়ের সম্বন্ধযুক্ত।
ঞ. দ্বিতীয় পংক্তিটি একটি উজ্জ্বল পকল্প- দৃশ্যগ্রাহ্য ইন্দ্রিয় চেতনার। এক্সপ্রেশনিস্টদের নেতিবাচক উগ্রতা প্রবলভাবে প্রতিফলিত।
ট. ব্রেখটীয় 'আলো আরো আলোর' মর্মবাণী নাটকীয় সংলাপের ভঙ্গিমায় ভিতর থেকে উঠে আসা আবেগপ্রবণ এক স্বপ্নদৃশ্যের উচচারিত সংলাপ।
ঠ. উপস্থিতি যখন অনুপস্থিতি প্রতীকের মাধ্যমে দৃশ্যমান করে, এখানে প্রেমিক-প্রেমিকাকে নিয়ে সে ধরনের একটি বিম্ব প্রতিবিম্ব ভাবের উপমা- আধুনিক মনস্ক কবির সুন্দর সৃষ্টি।
ড. একটা নষ্টালজিক হাহাকার জনিত উপমা।
ঢ. ব্যতিক্রমী যোজনা। জন্ম নেয়া প্রত্যয়কে তুলনা করা হয়েছে ভূমিহীন কৃষকের বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সাথে- শেষ পংক্তিতে

সন্নিধ নির্মাণ। কারণ, লাঙলের ফলায় গোলাপ চাষ হয় না, হয় শস্য আবাদ। এখানে তাই আপাতবিচ্ছিন্ন হঠকারিতা ঘটেছে মনে হলেও মূল বক্তব্য কিন্তু মূর্তমান।

ণ. সখির কাছে অনুনয়-মিনতি-আহ্বান এবং তাকে জীবনের প্রাণবন্ত বহুরৈখিক আস্বাদনের লোভ দেখানো অবশ্যই একটি মজার অভিজ্ঞতা।

কবিতার রসাস্বাদন কবির অর্থ নির্ণয়ের খেয়ালী সৃজন প্রকরণ মাত্র নয়। বরং একটি দিক। অন্যান্য দিকের মধ্যে পংক্তি বিনির্মাণের 'শব্দবন্ধ' বা শব্দানুষঙ্গ অন্যতম যোজনা। কবি শামীমুল হক শামীমের পোয়েটিক ডিকশনের প্রামাণ্য চিত্রটি দেখা যাক, এতে কবির বোধের মনীষা, গভীরতা. সৃজন সুনিপুণ সিদ্ধির সম্ভবনা সূত্র পাওয়া যেতে পারে--

রেডিয়াম, কম্পিউটার, অসীম সীমানায়, টসটসে ঘাম, ফ্রিজ হয়ে যাই, অন্ধতি আলো, অচলমুদ্রা, হেরোইন সময়, পলিথিন ছাদঘরে, পুণ্যবান বুলডোজার, অ্যানিমিক বালকের, কষ্টের সৈকতে, সুরম্য এভিন্যু, কষ্টের তৈজস, চৌচির হৃদয়ে, নিদ্রাহীন মাকড়শা, ডাইনিং টেবিল, নাইলোটিকা, স্ফটিক জলে, দিগন্তের প্রচ্ছদ, কমরেড, বসন্তের পংক্তি, সুবর্ণমাস্তুলে, কংক্রিটের দেয়াল, বোশেখী বেহায়পনায়, রৌদ্রের বিশালতা, শব্দের নহর, স্তূপীকৃত আক্রোশ, প্রচণ্ড রোদ্দুর, কড়া হুইসেল, শব্দের সিম্ফনি, কাকলাশ, বেয়াদব শব্দের, হোমিও ফোঁটায়, পাষাণ শরীর, ফিনকি মেঘ, লু-হাওয়া, গ্লোবতালা, বেলকো বাল্ব, আকুপাংচার, কুসুমিত জলে, পুরাতত্ত্ববিদ, মার্কসের তত্ত্ব, বুকের কষ্টরেল হুঁইসেল, ব্রুশবিদ্ধ যন্ত্রণা, হোলিখেলা, রৌদ্ররশ্মী, মাগরেব আযান, পিলসুজ, কষ্ট ব্যাংকে সুখের টাটকা চেক, দুঃখের মাইলস্টোন, এঁদোডোবায়, ফেনিল শুভ্রতা, পর্নোগ্রাফে দুঃসময়ের জোয়ার, দিকদর্শিকা, ব্যাংক ব্যালেন্স, কষ্টিপাথরের অক্টোপাশ, বুকের ক্যালকুলাস, খাণ্ডব দাহনে ফেনিলরক্ত, অক্ষরেখা, সবুজসন্ত্রাস, জৌলুস, সুরম্য মসনদ, সামন্তচিন্তা, দ্রাবিড়, পরাজয়ের কাফনে, আলখেল্লাধারী ধূর্তবাজ, সোনার হরিণ, তাণ্ডবলীলা, বোরখা, ব্যারিকেড, কাচের স্বর্গের রঙিন সুতো, সোনার সিংহাসন, কালের জাহাজ, বেণীআসহকলা, কুলপিতে, লুসিফার,শ্মশানের কাছে, টেরাকোটা চোখ, প্রমিথিউস, খুনসুটি প্রভৃতি।

'তপোবনে তোপধবনি' কবি শামীমুল হক শামীমের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ছাত্রত্বপর্বে ১৯৯১-তে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে উত্তরণ প্রকাশনা বের করেছে।

কোন কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ কখনোই তার মৌলিক সৃজন ক্ষমতার পরিপক্কতা উপস্থাপন করতে পারে না। বরঞ্চ অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, কবির মনোজগতের গড়ন-পিটনের কাল, মক্শ পর্ব ও বহু দিগন্তের সম্মিলিত নির্জন কোলাহল তাতে মূর্ত। পরবর্তীতে বয়োবৃদ্ধি, অভিজ্ঞতার বর্ণাঢ্য সঞ্চয় ও কালীয় বিবর্তনের ফলে কবির ভিতরে প্রজ্ঞা ও বোধের সৃজন প্রকরণের অভীপ্সা ঋদ্ধ হয়। সুসংহত ও সুগভীরতর মননের সার্বিক অর্থে সৃজনের ক্রমত্তোরিত ম্যাচুরিটি। এই ম্যাচুরিটিই ধীরে ধীরে তাকে স্বকীয় বাক্-ভঙ্গিমা ও বিশেষত্ব অর্জক করে তোলে।

কবি শামীমের 'তপোবনে তোপধবনি'র বিশ্লেষণে তার পূর্ববর্তী সময়েরও অন্বেষণ জরী। প্রাক্ নববই অর্থাৎ আশির দশকের আমাদের ভূ-মণ্ডলীয় রাজনৈতিক পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও শিল্প রাজনীতির হাল-হকিকতের প্রভাব শামীমের কবিতায় দ্রোহ ও সুন্দরের চেতনায়ল রোমান্টিক আকর্ষণে বিস্তৃত হয়েছে। মার্শাল'ল, পলিটিক্যাল এ্যানার্কিজম, সাম্প্রদায়িকতার শক্তি সঞ্চয় ও ছাত্র-জনতার গণতন্ত্র আকাঙক্ষার আলোড়ন-বিলোড়নও সচেতন মননের ওপর প্রভাব ফেলেছে। কবিতা হয়েছে বহুমুখী বিষয়ের বর্ণাঢ্যভুবনমুখী।

'তপোবনে তোপধবনি'র আঙ্গিক ৩৮টি কবিতার সর্বমোট ৬৪৭টি পংক্তির মাধ্যমে। বইয়ে বিভিন্ন জনকে উৎসর্গ কবিতার সংখ্যা ১০ টি। যতিচিহ্নের ব্যবহারে ভীষণ কৃচ্ছ্রতা, ছন্দের কম পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং কম্পোজ দু'ধরনের ফন্টের ব্যবহার লক্ষ্যযোগ্য। অক্ষর বৃত্ত ও ফ্রি ভার্সের ব্যাপক ব্যবহার ঘটেছে। 'কষ্ট কোলাজ' কবির অন্যতম পরিণত কবিতা। মুদ্রণপ্রমাদ মাত্র তিনটি। কবি শামীমুল হক শামীমের ক্রমোত্তরণ অনুধাবনের জন্য পরবর্তী বইয়ের প্রতীক্ষায় থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

তপোবনে তোপধবনি শামীমুল হক শামীম। উত্তরণ প্রকাশনা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। প্রচ্ছদ সমর মজুমদার। দাম - তেইশ টাকা। প্রকাশনা ১৯৯১।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com